শহর ও জেলার খবর

ভাঙড়ে বিদ্যুৎ প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হলে ক্ষতি কার?

নারায়ণ দাস

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জের মানুষ এখনও পর্যাপ্ত বিদ্যুতের সুবিধে থেকে বঞ্চিত। ঘরে বাল্ব জ্বলছে, আলোর বিকিরণ এত কম যে, গৃহস্থালির কাজ তবুও কোনওরকমে চলে। কিন্তু লেখাপড়ার কাজ একেবারেই চলে না। কারণ, লো ভোল্টেজ। গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে, গৃহস্থের ঘরেও বিদ্যুৎ পৌঁছেছে--- কিন্তু সন্ধ্যায় যে আলো জ্বলে ওঠে, তা নিষ্প্রভ। রাস্তায় আলো জ্বলে, কিন্তু সে আলোতে ভালো করে পথও দেখা যায় না। এমনিতেই গ্রামের পথ মসৃণ নয়, আর আলো কম হলে পথ চলাই দায়। গ্রামগঞ্জের ছাত্রছাত্রীদের রাতের পড়াশোনার বিস্তর অসুবিধে, কম আলোতে বইয়ের লেখাগুলি প্রায় বোঝাই যায় না--- লিখতেও অসুবিধে। সুতরাং বিদ্যুতের সংযোগ গৃহস্থের ঘরে ঘরে স্থাপিত হলেও কুপি অথবা লণ্ঠন হয়তো জ্বালাতে হয় না--- কিন্তু বিজলির সেই আলোতে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা। বিদ্যুতের চাহিদা যত বাড়বে, উৎপাদিত বিদ্যুৎ সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে প্রয়োজন বেশি সংখ্যায় সাবস্টেশন।

ভাঙড় কাণ্ডের নেপথ্যে মাওবাদী দম্পতি অলীক ও শর্মিষ্ঠা।

গ্রামে লো-ভোল্টেজ সমস্যা

সরকারের কৃতিত্ব--- পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব মৌজায় বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে, কিন্তু লো-ভোল্টেজের সমস্যায় ভুগছে গ্রামগুলি। বিদ্যুৎকর্তারা বলেন, অনেক দূর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হওয়ার ফলেই এই লো-ভোল্টেজ সমস্যা। প্রথম বিদ্যুৎ অনেক দূরের সাবস্টেশন থেকে সংবহন লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ হচ্ছে--- দ্বিতীয়ত সংবহনের পথেও বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে। তাই কম বিদ্যুৎ পৌঁছনোর ফলেই এই লো-ভোল্টেজ। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় সাবস্টেশনের সংখ্যা বাড়ানো। তাহলে অনেক দূরাঞ্চলের সাবস্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে না এবং বিদ্যুৎ সংবহনের ক্ষতিও অনেকাংশে কমে যাবে--- এবং লো-ভোল্টেজ সমস্যাও দূর হবে। আলো ঝলমল হবে গ্রামগুলি।

ভাঙড়ে যে সাবস্টেশনটা তৈরি হচ্ছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনার আরও অনেকগুলি গ্রামে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে এখান থেকে। উঁচু টাওয়ারের সাহায্যে হাই টেনশন লাইন চলে যাবে--- লো-ভোল্টেজ সমস্যা দূরের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের অপচয়ও রোধ করা যাবে। ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাওয়ার গ্রিড কর্পরেশন এই সাবস্টেশন তৈরি করছে। একে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীরা অবৈজ্ঞানিক চিন্তার বশবর্তী হয়ে প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। প্রবল বিক্ষোভ সংঘর্ষের পথে চলে গেল, দু'জন নিরীহ গ্রামবাসী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। প্রচুর সম্পত্তির ক্ষতি হল, পুলিশের গাড়ি পোড়ানো হল, বেশ কিছু পুলিশকর্মী আহত হলেন। আহত হলেন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই।

এখন প্রশ্ন, ২০১৩ সালের প্রকল্প, যা চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে--- এর মধ্যে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে প্রতিবাদ এল না। তাঁরা জমিও ছাড়লেন, তার মূল্যও পেলেন। এখন হঠাৎই পরিবেশ দূষণের নামে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাঁদের বোঝানো হল, এই হাইটেনশন লাইন শস্যখেতের ওপর দিয়ে চলে গেলে শস্যের প্রভূত ক্ষতি হবে, জীবজগতের ক্ষতি হবে, জলাশয়ের মধ্যে মাছ মরে যাবে, মহিলারা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেবেন, গ্রামবাসীদের শ্রবণশক্তি হ্রাস পাবে ইত্যাদি।

এই ভ্রান্ত, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ধারণাগুলি তাঁদের মনে কারা ঢুকিয়ে দিল? কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দল, চরমপন্থী একটি দলের নেতা-সমর্থকরা। এই সুযোগে সরল গ্রামবাসীরা যাতে এই অবৈজ্ঞানিক কথায় বিশ্বাস করেন, তার জন্য সব চেষ্টাই শুরু করলেন বলে অভিযোগ এল। রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁরা সুযোগ খুঁজে বেড়ান, সেই সুযোগ যখন তাঁরা পেয়ে গেলেন, তখন ঘোলা জলে খেলা শুরু করে দিলেন।

আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা সম্প্রতি ভেঙে পড়ল--- সরকারও মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের কাজ স্থগিত ঘোষণা করে দিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, ভাঙড়বাসী যদি না চান, তাহলে সাবস্টেশন হবে না--- পাওয়ার গ্রিড সংস্থাকে কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। এখন কাজ বন্ধ। আর এমন সময় তা বন্ধ হল, যখন আর কিছুদিনের মধ্যেই সাবস্টেশন চালু করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। এতে বিদ্যুৎ সংযোগ করে ফেলার কাজও হাতে নেওয়া হয়েছিল। প্রচুর টাকাও খরচ হল।

প্রকল্প সংলগ্ন কিছু অঞ্চলে আবার কয়েকটি আবাসন নির্মাণ হওয়ার কথা। তার মানে প্রোমোটাররাও এখানে বিশেষভাবে সক্রিয়। তারা কৃষকদের কাছ থেকে শোনা যায় জমি কেনার চেষ্টায় ব্যস্ত। এখন আন্দোলনকারীদের একটি অংশ প্রকল্পটি যে গুটিয়ে ফেলা হল, তার উপর সরকারি নির্দেশনামা জারির দাবি জানিয়েছে। ভাঙড় এখন শান্ত থাকলেও, যে কোনও সময় আন্দোলনকারীরা আবার তেতে উঠতে পারে বলে মনে করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার একজন শীর্ষ আধিকারিক। তাঁর মতে, অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্ত ধারণা, যা ভাঙড়বাসীর মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে--- তাঁদের ভালো করে বুঝিয়েসুঝিয়ে সেই ধারণার অবসান করা খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তার আগে প্রকল্প পুরোপুরি বাতিল করার দাবি থেকে সরে আসতে হবে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসন এখনও হাল ছাড়তে রাজি নয়। এই শীর্ষ আধিকারিক বললেন, 'দেখা যাক, কোথাকার জল, কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

এই সব ঝামেলা এড়ানোর জন্য বিদ্যুৎকর্তারা এখন ভাবছেন অধিকতর কম জমিতে ছোট ছোট সাবস্টেশন তৈরি করা। ভাঙড়ে যে সাবস্টেশনটি তৈরি হচ্ছে, তা অনেক বড়। দীর্ঘতম গ্রিড। এবং এই গ্রিড চালু হলে জাতীয় গ্রিড থেকে রাজ্যে বিদ্যুৎ পাওয়ার সুযোগও খুলে যেত। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এখন নানা উন্নয়নমূলক কাজ চলছে--- নগরোন্নয়ন দ্রুত বাড়ছে। মুড়ি-মুড়কির মতো অসংখ্য অপশন গড়ে উঠছে। তা ছাড়া জেলায় জেলায় বড় ও মাঝারি শিল্পের প্রসারকল্পে প্রশাসনের তরফে নানা চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি যে বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন হয়ে গেল, সেখানে দেশ-বিদেশের শিল্পপতিরা নানা ক্ষেত্রে লগ্নি করার ইচ্ছে প্রকাশ করে প্রস্তাব পেশ করে গেছেন। সুতরাং বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বাড়বে। আর সেই বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাবস্টেশন তৈরি করা দরকার। ভাঙড়ের প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হলে, রাজ্যের বিরাট ক্ষতি। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন। প্রশাসন এখনও হাল ছাড়েনি--- আশা ভাঙড়বাসীর মনে শুভবুদ্ধির উদয় হবে, স্বার্থান্বেষীদের প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিয়ে, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। বর্তমান সরকার সবসময়ই মানুষের পাশে আছে, তাঁদের স্বার্থ যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, তা দেখবে।

কলকাতা আসার পথে নিখোঁজ নকশাল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি– কলকাতা স্টেশন থেকে নকশাল নেতার রহস্যজনক নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভাঙরের আন্দোলনে অংশ নিতে লখনউ থেকে কলকাতা আসার কথা ছিল সিপিআইএমএল রেডস্টারের সাধারণ সম্পাদক কেএন রমচন্দ্রনের। রবিবার সন্ধ্যায় তাঁকে নিতে কলকাতা স্টেশনে গিয়েছিলেন সংগঠনের রাজ্য শাখার কয়েকজন নেতা। কিন্তু সেখানে তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি বলেই রেডস্টারের তরফ থেকে দাবি। এমনকি মোবাইল ফোনটিও বন্ধ রয়েছে। এরপরই সিপিআইএমএল রেডস্টারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয় পুলিশই রামচন্দ্রনকে ধরে নিয়ে গেছে। ভাঙরবাসীদের আন্দোলনকে আটকানোর জন্যই রাজ্যের পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত পাওয়ার গ্রিডকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ভাঙড়কে নকশাল নেতারাই একত্রিত করেছে বলে মনে করছে পুলিশ। যদিও রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে কোনও রকম কাউকে আটক করা হয়নি বলেই পাল্টা দাবি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে রহস্য আরও দানা বেঁধেছে।

গুজবে কান দেবেন না, জানালেন ডিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি- গুজবে কান দেবেন না। এই ধরনের কিছু নেই। কিছু অসামাজিক লোক মুখে কালো কাপড় বেঁধে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করার পাশাপাশি মারধর করছে। এমনকি চুরি, ডাকাতিও করে বেড়াচ্ছে তারা। সোমবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতর ভবানী ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ। বৈঠকে তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এডিজি (আইন শৃঙ্খলা) অনুজ শর্মা এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার।

এদিন সুরজিৎবাবু বলেন, পরিকল্পিতভাবে কেউ বা কারা এই সমস্ত অসামাজিক কাজ করে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে ভিখারি বা ফুটপাথ বাসিন্দারাই এদের টার্গেট। তবে এই ধরনের কাজে যারা ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও জানান সুরজিৎবাবু।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া হুগলির বলাগড় থানার প্রতাপপুর গ্রামের ঘটনাও উঠে আসে। তবে এই ঘটনার উল্লেখ শোনা যায়নি সুরজিৎবাবুর মুখে। প্রসঙ্গত, গত শনিবার কল্যাণী থেকে মারুতি চেপে রঞ্জুবালা ঘোষ ও অপর্ণা ঘোষ নামে দুই মহিলা আসেন বলাগড়ের আসানপুরে। সেখানে এক মহিলার খোঁজ করেছিলেন তাঁরা। রাস্তার পাশে কয়েকটি অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। ওই দুই মহিলা তাদের কাছে জানতে চান তাঁরা যে মহিলার খোঁজ করছিলেন তাঁর সম্পর্কে। ইতিমধ্যে কেউ বা কারা ওই দুই মহিলা ছেলেধরা বলে গুজব রটিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে নিকটস্থ এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর লোক জমায়েত হয় সেখানে। পরিস্থিতি গুরুতর দেখে গাড়িতে উঠে ওই স্থান ত্যাগের চেষ্টা করেন দুই মহিলা। কিন্তু উত্তেজিত জনতা গাড়িটি ধরে ফেলে এবং দুই মহিলা ও চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে। পরে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরে রঞ্জুবালাদেবীর মৃত্যু হয়। এবং অপর দু'জন বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, কল্যাণীর বি ব্লকের বাসিন্দা শারীরিক প্রতিবন্ধী অপর্ণাদেবী উত্তর ২৪ পরগণার আগরপাড়ার একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘটনার কথা বক্তব্যে উল্লেখ না করলেও মূলত ওই ঘটনা প্রসঙ্গেই সুরজিৎবাবু উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন বলে মনে করছেন সকলে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এর আগে কলকাতা শহরেও এই একই ঘটনা ঘটেছে। সুরজিৎবাবু বলেন, গুজবে একদম কান দেবেন না। কিছু অসামাজিক লোকই এই ধরনের কাজ করে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৫ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও জানান সুরজিৎবাবু। তাঁর কথায়, প্রয়োজনে ৩০৭, ৩০৪ ধারাতে এদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে।

গুজবের জেরে প্রহৃত এক মুটে ও তাঁর স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি- হুগলির বলাগড়ের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার শহর কলকাতাতেও একই ঘটনা ঘটল। মধ্য কলকাতার খোদ বড়বাজার এলাকাতেও ঠিক একই ভাবে গুজবের জেরে প্রহৃত হলেন এক মহিলা ও তাঁর স্বামী। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার দুপুরে। ওইদিন শঙ্কর, সনু ও রাকেশ নামে কয়েকজন মুটে আচমকা অপর এক মুটেকে মারধর করতে শুরু করে দেয়। গুজব ছড়ায়, ওই ব্যক্তি এলাকায় চুরি করে বেড়াচ্ছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বড়বাজার এলাকায় বেশ কিছু মুটের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এরই জেরে রবিবার দুপুরে এই ঘটনার সূত্রপাত।

এদিকে, মারধরের ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় গুজব রটে যায় ওই মুটেই চুরি করে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে যায় সেখানে। খবর পেয়ে ওই মুটের স্ত্রী ছুটে আসেন এলাকায়। স্বামীকে বাঁচাতে ঝাপিয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু অভিযোগ, মহিলাকেও মারধর করা হয়। এমনকী তাঁর শ্লীলতাহানিও করা হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওইদিন তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। এরপরই খবর যায় বড়বাজার থানায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পরে মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে সনু, রাকেশ ও শঙ্করকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু বলাগড়ের পর যেভাবে গুজবের জেরে একই ঘটনা ঘটল কলকাতাতেও তা ভাবিয়ে তুলেছে প্রশাসনকে।

দমদমে আগুনে পুড়ে মহিলার রহস্যমৃত্যু, বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, ২৩ জানুয়ারি– নিজের বেডরুমের ভিতরেই আগুনে পুড়ে রহস্য মৃত্যু হল এক মহিলার। তাঁকে বাঁচতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন তাঁর স্বামীও। সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দমদম আড়াই নম্বর গেট এলাকায়। ওই মহিলার গায়ে কোনওরকমভাবে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে নাকি তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন তার তদন্ত শুরু করেছে দমদম থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে মৃত ওই মহিলার নাম প্রতিমা কুণ্ডু ওরফে দুলালি (৪৬)। স্বামী তপন কুণ্ডু একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। দমদম আড়াই নম্বর গেট সংলগ্ন একটি দোতলা বাড়িতে থাকতেন নিঃসন্তান ওই দম্পতি। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা কুণ্ডু দম্পতির ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খবর দেন পুলিশে। খবর যায় দমকলেও। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

স্থানীয় বাসিন্দা অনিমেষ সিংহ রায় বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতে তাঁরা ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন। ঢুকে দেখেন অগ্নিদগ্ধ প্রতিমা দেবীর দেহ পড়ে রয়েছে। পাশে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন তাঁর স্বামী। এরপরই পুলিশ দুজনকে উদ্ধার করে কলকাতার অরজিকর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসকরা প্রতিমা কুণ্ডুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এবং অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন তপন কুণ্ডু। তাঁর শরীরের ৫০ শতাংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে।

দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২টি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু কি করে ওই মহিলার আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল তা নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই মহিলা বেশ কয়েক বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। সম্প্রতি তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অবশ্য জানতে পেরেছে এদিন সকালে ওই মহিলা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। স্ত্রীকে আগুনে পুড়তে দেখে তাঁর স্বামী বাঁচাতে গেলে তিনিও অগ্নিদগ্ধ হন। সাত সকালে দুজন আগুনে পুড়লেও বাসিন্দারা কোনও চিৎকার শুনতে পাননি বলে পুলিশের কাছে জানিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে এর পিছনে কি অন্য কোনও কারণ আছে? সে প্রশ্নও ভাবাচ্ছে পুলিশকে। দমদম থানার পুলিশ জানিয়েছে এটি নিছকই আত্মহত্যা, নাকি পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভাঙড় কাশীপুরের পর এবার সরানো হল বিষ্ণুপুরের থানার ওসিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৩ জানুয়ারি— বিষ্ণুপুর রসপুঞ্জে ১৬ জানুয়ারি এক রোমিওর বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারায় নাবালক স্কুল ছাত্র ও তাঁর মা। গুরুতর আহত পাঁচজন এখনও চিকিৎসাধীন। উত্তর রসপুঞ্জে পুলিশের ফাঁড়িতে আগুন-গাড়ি ভাঙচুর। এর জেরে এলাকা স্বাভাবিক করতে ১৪৪ ধারা জারি। এখনও তা বলবৎ। ঘাতক চালক জেলে। মার খেল পুলিশ। জনতার ক্ষোভের শিকার হল বিশাল পুলিশ বাহিনীও। দোষ করে তা তদন্তের বিষয়। আপাতত কোপে বিষ্ণুপুর থানার ওসি দেবাশিস চট্টরাজ। তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াতপুর। রবিবার রাতেই তিনি বিষ্ণুপুর থানার চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছেন ডিআইবি থেকে দায়িত্ব পাওয়া গৌতম চট্টোপাধ্যায় কাদের অঙ্গুলি নির্দেশে ওসি বদল ভেবে পাচ্ছে ওসি মহল। শুরু হয়েছে ক্ষোভ। কারণ দু'দিন আগেই ভাঙড় পাওয়ারগ্রিড কাণ্ডের জেরে কাশীপুর থানার ওসি সুভাষ ঘোষকে সরিয়ে রায় দিঘির ওসি বিশ্বজিৎ ঘোষকে আনা হয়েছে কাশীপুরে। ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি পর পর দুটি ঘটনা। দু'টি জায়গাতেই দু'টি করে প্রাণ চলে গেছে। দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি সামলাতে বিষ্ণুপুর রসপুঞ্জে একমাসের জন্য ১৪৪ ধারা। এদিকে তো ভাঙড়ে পাওয়ারগ্রিড কাণ্ড নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। শাসকদল নাজেহাল। বাইরে থেকে আসা অতিবামপন্থী শহুরে, শিক্ষিত তরুণ তরুণী গ্রামের মানুষকে খেপিয়ে আন্দোলনের ফলে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে বলে শাসকদলের একাংশের ধারণা। ওদিকে প্রশাসনিক সার্বিক নজর নেই বলেই জমি নিয়ে ক্ষোভ এবং পথনিরাপত্তায় দুর্বল পরিকাঠামো। ক্ষোভ ওসি মহলের একাংশের।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড

(CIN : L45201WB1996PLC077451)

রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩

ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com ইমেল : info@dynamicarchistructures.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষত আর্থিক ফলাফল

কোটি টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস/চলতি বর্ষ সমাপ্ত ৩১.১২.১৬	সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অর্থাঙ্ক/ পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১.১২.১৬	পূর্ব বর্ষের অনুরূপ সমাপ্ত তিন মাস ৩১.১২.১৫
১.	মোট আয় কারবার থেকে	০.৪৯	১.৯৯	০.৪৫
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব #)	০.৩৯	২.০২	০.৩৯
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.৩৯	২.০২	০.৩৯
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.৩৯	২.০২	০.৩৯
৫.	মোট সামগ্রিক আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	০.৩৯	২.০২	০.৩৯
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্ষের ব্যালেন্সসিট অনুযায়ী		১২.৮৯	
৮.	আয় শেয়ার পিছু (প্রতিটি ১০ টাকা) (চালু এবং বন্ধের সময়ের জন্য)			
	ক মূল	০.৭৮	৪.০৩	০.৭৮
	খ মিশ্র	০.৭৮	৪.০৩	০.৭৮

দ্রষ্টব্য :
ক. উল্লিখিত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com থেকে পাওয়া যাবে।
খ. #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা সমন্বিত হয়েছে লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে রুল অনুযায়ী।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
স্বা/-
দানমল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00581351

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩-০১-১৭

তেইশ জানুয়ারি জাতীয় ছুটি হবে কিনা কেন্দ্র ঠিক করবে : রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি— নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২০ তম জন্মদিন উপলক্ষে ভবানীপুরে নেতাজির বসত ভিটেতে গিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুগত বসু ও কৃষ্ণা বসু। নেতাজি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহান ভূমিকা নিয়েছিলেন তার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে এদিন তিনি নিজের জীবনের পাতা ওল্টান। সে কথা বলতে গিয়ে নষ্টালজিক হয়ে পড়েন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, স্কুলছাত্র থাকাকালীন তিনিও নেতাজির আহ্বানে সারা দিয়েছিলেন 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' এই বার্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও জড়িয়ে পড়েছিলেন সংগ্রামে, ঝড়িয়ে ছিলেন রক্ত। রাজ্যের সাম্প্রতিক অস্থিরতার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'সমস্ত ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের উচিৎ একত্রিত হয়ে বসবাস করা'।

তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছে ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটি ঘোষণা করতে হবে। এ বিষয়ে রাজ্যপালকে প্রশ্ন করা হলে 'বিষয়টি কেন্দ্র সরকারই ঠিক করবে'। মন্তব্য করে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়েছেন। সোমবার নেতাজি ভবনের অনুষ্ঠানে 'দি ওরাক্যাল ২০১৭' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন রাজ্যপাল। নেতাজি জন্মদিনে অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভবানীপুরের নেতাজি ভবনে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল কলকাতা পুলিশ।

বিনামূল্যে বহুমূল্য ওষুধ প্রয়োগে সুস্থ হয়ে উঠল জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী

নিজস্ব সংবাদদাতা, সল্টলেক, ২৩ জানুয়ারি— বিনামূল্যে বহুমূল্য ওষুধ প্রয়োগে বারাসত জেলা হাসপাতালে সুস্থ হয়ে উঠল জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী দত্তপুকুর কাশেমপুর এলাকার বাসিন্দা শৈল ভৌমিক। গত ১৬ জানুয়ারি বাড়িতে হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন পেশায় কৃষক ওই ব্যক্তি। পরিবারের সদস্যরা কিছু বুঝতে না পেরে তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন বারাসত জেলা হাসপাতালে। সেই সময় তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. গৌতম দাস। সিটি স্ক্যান সহ পরীক্ষানিরীক্ষা করে চিকিৎসকরা জানতে পারেন, তিনি আক্রান্ত হয়েছেন সেরিব্রাল অ্যাটাকে এবং তাঁর মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে। এই ঘটনা চিকিৎসকদের নজরে আসার পরই তাঁকে হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়। এরপর একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয় ১০ জন চিকিৎসক ও নার্সিং স্টাফদের নিয়ে। এরপর তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন Altplase নামে একটি ওষুধ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে। ধীরে ধীরে সুস্থ হতে শুরু করেন তিনি। চিকিৎসকরা জানান, এই ওষুধটি প্রয়োগের পর প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। চিকিৎসকদের পরিষেবা পেয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন শৈলবাবু। সোমবার তাঁকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। বারাসত জেলা হাসপাতালের সুপার সুব্রত মণ্ডল জানান, এই বহুমূল্য ওষুধটি দেওয়া হয়েছে রোগীকে। যার বাজারমূল্য রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই চিকিৎসা বাইরে করাতে গেলে প্রায় ৩-৪ লক্ষ টাকা খরচ হত। এই ওষুধটি বিশেষত ব্যবহার করা হত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে। বারাসত জেলা হাসপাতালে এই ওষুধ ব্যবহার জেলা হাসপাতালগুলির মধ্যে প্রথম বলেও জানান তিনি। ওষুধটি প্রয়োগ করার পদ্ধতির জন্য বেঙ্গালুরু থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন বিশেষজ্ঞরা। প্রশিক্ষিত হওয়ার পর তা প্রয়োগের কাজ শুরু হয়। একজন জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তাঁর পরিবারের সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়ে দিতে পেরে খুশি বলেও জানান সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল। সুস্থ হওয়া রোগী শৈল ভৌমিকের ছেলে অধিবাস ভৌমিক বলেন, চিকিৎসকরা তাঁর বাবাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। বাবাকে সুস্থ করে বাড়ি নিয়ে যেতে পেরে খুশি তিনি। এর জন্য হাসপাতাল সুপার চিকিৎসক ও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শহরে তৈরি হচ্ছে সাইকেল লেন

নিজস্ব প্রতিনিধি— কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছিল নিউটাউনের মতো বেশ কয়েকটি শহরকে স্মার্ট সিটির আওতায় নিয়ে আসতে। কেন্দ্রের পরিকল্পনা অনুয়ায়ী দেশের বারোটি রাজ্যের সাতাশটি শহরকে এই প্রকল্পে বেছে নেওয়া হয়। তবে এব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল, কেন্দ্র এরাজ্যে যে শহরগুলিকে স্মার্ট সিটির আওতায় আনার পরিকল্পনা নিয়েছে, সেগুলি এমনিতেই স্মার্ট সিটির পর্যায়ে উন্নীত। সুতরাং এক্ষেত্রে অকারণ অর্থব্যয় করে লাভ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর এ প্রসঙ্গে যুক্তি ছিল, কেন্দ্র বরং সবুজ শহর গড়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করুক । এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সবুজ শহরের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই লক্ষ্যের প্রথম ধাপ হিসাবে শহরে পৃথক সাইকেল লেন বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, সর্বপ্রথম নিউটাউনে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে। লেনটির মোট দৈর্ঘ্য হবে আনুমানিক তিন থেকে চার কিলোমিটার। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে এই পৃথক সাইকেল লেনের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন নগরোন্নয়ন দফতরের কর্তারা। লেনটির প্রথম পর্যায়ের কাজ করার দায়িত্ব বর্তেছে হাউজিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের উপর। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ করবে নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি। পাশাপাশি পুরো প্রকল্পটি দেখভাল করছেন হিডকো এবং নবদিগন্তের অন্যতম কর্ণধার দেবাশিস সেন। রাজ্য সরকারের এক আধিকারিকের কথায়, কিছুদিন আগে তাইওয়ান থেকে একটি বড় সাইকেল কোম্পানির কর্মকর্তারা শহরে এসেছিলেন। এখানে এসে হিডকো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এব্যাপারে কথাবার্তাও বলেন তাঁরা।

নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত নোয়াপাড়া থানা সংস্কারের ভাবনা পুলিশ কমিশনারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, ২৩ জানুয়ারি— বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নোয়াপাড়া থানা। সেখানে মিশ্র ভাষাভাষির মানুষের বাস। আর এই থানাকে ঘিরেই রয়েছে দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতি। এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় যে স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ। বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার সুব্রতকুমার মৈত্র সহ পুলিশ কর্তাদের উপস্থিতিতে প্রতি বছরের মতো এবছরও নোয়াপাড়া থানার ভিতরেই সাড়ম্বরে পালিত হল নেতাজির জন্মদিবস। সালটা ১৯৩১। পাটকল শ্রমিকরা তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে এক সম্মেলনের ডাক দেয়। স্থান ঠিক হয় জগদ্দলের গোলঘর এলাকা। এই সম্মেলনে দেশনায়ককে আমন্ত্রণ জানায় শ্রমিকরা। শ্রমিকদের আমন্ত্রণে সাড়াও দেন তিনি। ওই বছরেরই ১১ অক্টোবর গোলঘরের বঙ্গীয় পাটকল শ্রমিকদের সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন নেতাজি। যাওয়ার পথে শ্যামনগর চৌরঙ্গি মোড়ের কাছ থেকে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় নোয়াপাড়া থানায়। স্বাভাবিকভাবে শ্রমিক সম্মেলনে তাঁর যোগ দেওয়া তো হয়ইনি উল্টে কয়েক ঘণ্টা নোয়াপাড়া থানার লক-আপে বন্দি থাকতে হয় দেশনায়ককে। আজ নেতাজি নেই। কিন্তু নোয়াপাড়া থানাকে ঘিরে রয়েছে তাঁর স্মৃতি। সেই স্মৃতিকে আঁকড়ে রাখতেই এবারও নোয়াপাড়া থানাতে জাকজমকপূর্ণভাবে পালিত হল নেতাজির জন্মদিবস। যার সাক্ষী রইল অসংখ্য স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে এলাকাবাসী ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা। উল্লেখ্য, নেতাজিকে যে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেই ঘরটিকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। প্রতি বছর তাঁর জন্মদিনে ঘরটি সাধারণের উদ্দেশে খুলে দেওয়া হয়। এবারও তার অন্যথা হয়নি। ওই ঘরের ভিতরেই নেতাজির ছবিতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পুলিশকর্মী থেকে শুরু করে অসংখ্য মানুষ। ওই ঘরের ভিতরে রাখা ছিল নেতাজির ব্যবহৃত কাপ-প্লেটটিও। তবে নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত ঘরটি পরিচর্যায় রাখলেও সাইরেনের অবস্থা জরাজীর্ণ। নেতাজি শিশু উদ্যানের অবস্থাও ভাল নয়। যা নিয়ে নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে বাসিন্দাদের উদ্দেশে সচেতন মন্তব্যই করলেন পুলিশ কমিশনার সুব্রতকুমার মৈত্র। তিনি বলেন, নোয়াপাড়া থানার এই ইতিহাস তাঁর কাছে অজানা ছিল। তবে নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত নোয়াপাড়া থানাকে নিয়ে নতুন কিছু করার কথা ভাববেন বলে তিনি আশ্বাস দেন। শুধু তাই নয়, থানাটিকে নতুনভাবে সংস্কারের কথাও তিনি ভাববেন বলে জানান।

পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

রেজি. অফিস : বি-৯, কুতুব ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, কাটওয়ারিয়া সরাই, নিউ দিল্লি - ১১০০১৬

ফোন : ০১১-২৬৫৬০১১২, ফ্যাক্স : ০১১-২৬৬০১০৮১, CIN : L40101DL1989GOI038121

পাওয়ারগ্রিড

বিজ্ঞপ্তি

১। আবেদন : ইস্টার্ন, নর্দান, সাউদার্ন এবং ওয়েস্টার্ন রিজিওনের জন্য স্পেয়ার আইসিটি এস এবং রিঅ্যাক্টরস এর সংস্থানের অধীন যৌথ ৬টি সম্পদের জন্য ২০০৯-১৪ সময়ের ট্র্যান্সমিশন ট্যারিফের সংশোধন দ্বারা ২০১৪-১৯ সময়ের মেয়াদে ট্র্যান্সমিশন ট্যারিফের নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৪ সালের রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ সিইআরসি (ট্যারিফের নিয়ম এবং শর্তাদি) এবং ২০০৯ সালের সিইআরসি (ট্যারিফের নিয়ম এবং শর্তাদি) রেগুলেশনের রেগুলেশন ৬(১) এবং ১৫ অধীনে অনুমোদন।

২। উপরে বর্ণিত ট্র্যান্সমিশন সিস্টেমের সুবিধাভোগীগণ হচ্ছে : ইআর (ক) বিহার স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড (খ) পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, (গ) ওড়িশা গ্রিড কর্পোরেশন লি. (ঘ) দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ঙ) সিকিম সরকার, গ্যাংটক পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট (চ) ঝাড়খণ্ড স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড

৩। **ট্যারিফ বিস্তারিত**

ক. ২০০৯-১৪ ব্লক **লাখ টাকায়**

২০০৯-১৪ ট্যারিফ ব্লকের জন্য সংশোধিত ট্র্যান্সমিশন ট্যারিফ					
আবেদন বিস্তারিত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
অ্যাসেট-১	-	-	-	১৮১.৪৪	৩৮৬.৯৭
অ্যাসেট-২	-	-	-	২২.৬১	৬১.৪৯
অ্যাসেট-৩	-	-	-	০.০০	৩৬.৬০
অ্যাসেট-৪	-	-	-	১০.৪১	১৫৫.৩৬
অ্যাসেট-৫	-	-	-	০.০০	৫৬.৮৮
অ্যাসেট-৬	-	-	-	০.০০	১৫৪.৭১

খ. ২০১৪-১৯ ব্লক **লাখ টাকায়**

আবেদন বিস্তারিত	লাইন দৈর্ঘ্য (কিমি)	বে'র সংখ্যা	ডিওসিও কার্যকর	সিইআরসি দ্বারা অনুমোদিত শুল্ক	২০১৪-১৯ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্যারিফ				
					২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
সংযুক্ত অ্যাসেট	-	-	০১.০২.১৩	৬১৫১.৮৫	৯৭৬.২৯	১০০৪.৯১	১০০৬.৭৪	৯৮৫.৬৫	৯৫৪.৯৫

৪। ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য করা দরখাস্তের একটি প্রতিলিপি দরখাস্তকারির ওয়েবসাইটে www.powergridindia.com পোস্ট করা হয়েছে।

৫। পরামর্শ ও আপত্তি, যদি কিছু থাকে, দরখাস্তে বর্ণিত ট্যারিফের নির্ধারণের জন্য প্রস্তাবগুলি যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা দাখিল করা, সুবিধাভোগী সমেত, সচিব, সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন, ৪র্থ ও ৫ম তল, চন্দ্রলোক বিল্ডিং, জনপথ, নিউ দিল্লি - ১১০০০১, (অথবা অন্যান্য ঠিকানায় যেখানে কমিশনের অফিস অবস্থিত) সমীপে পেশ করতে হবে, তৎসহ দরখাস্তের একটি প্রতিলিপি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার ৩০ দিনের মধ্যে এর কর্পোরেট অফিস "সৌদামিনি", প্লট নং ২, সেক্টর ২৯, গুরগাঁও, হরিয়ানা - ১২২০০১, ঠিকানায় দরখাস্তকারির কাছে পাঠাতে হবে।

স্থান : গুরগাঁও
তারিখ : ১৯.০১.২০১৭

স্বা/-
অ্যাসি. জেনারেল ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)

এক জাতি - এক গ্রিড - এক ক্ষেপ